ভারতে সর্বাধিক প্রচারিত প্রথম শ্রেণির বাংলা দৈনিক

আনন্দবাজার পত্রিকা

www.anandabazar.com কলকাতা ১৯ কার্তিক ১৪২২ শুক্রবার ৬ নভেম্বর ২০১৫ শহর সংস্করণ ৫ টাকা ৩৮ পাতা XXCM

দমদম জংশন—ব্যারাকপুর শাখায় কয়েকটি ট্রেন বাতিল থাকবে

[illegible]

দমদম জংশন-ব্যারাকপুর শাখায় মোট ২১৬টি ইএমইউ লোকাল ট্রেনের মধ্যে কেবলমাত্র ৪৫টি ইএমইউ লোকাল ট্রেন বাতিল থাকবে।

নিরাপত্তার দিক থেকে এবং সুষ্ঠুভাবে ট্রেন চলাচলের জন্য এই কাজ অত্যন্ত জরুরি। কাজ চলাকালীন ট্রেন চলতে দেরি হতে পারে। অসুবিধার জন্য দুঃখিত।

ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, শিয়ালদহ

পূর্ব রেলওয়ে

DISCLAIMER: ABP (P) LTD. or any of its agents assume no responsibility for the authenticity or reliability of any advertisement published in this newspaper. The advertisements carried in the newspaper are accepted in good faith.

কলকাতা

শহরের মনের কথা

আনন্দবাজার পত্রিকা

রাজস্থানের নাগৌরে পরিবেশ-বান্ধব রিসর্ট গড়তে বৃহস্পতিবার চুক্তি করছেন কলকাতার মণি গোষ্ঠীর সিইও সঞ্জয় ঝুনঝুনওয়ালা (ডান দিকে) ও রাজস্থান পর্যটন দফতরের অতিরিক্ত প্রধান সচিব শৈলেন্দ্র অগ্রবাল। লগ্নি ১১০ কোটি। হাজির রাজস্থানের মুখ্যমন্ত্রী বসুন্ধরা রাজে-ও। সংস্থার দাবি, রিসর্টে থাকছে জৈব সার প্রয়োগে চাষের নিজস্ব ব্যবস্থা।

শেয়ার সূচক

সেনসেক্স: ২৬৩০৪.২২ ([illegible])

বিএসই-১০০: ৮০২৮.৩৫ ([illegible])

নিফটি: ৭৯৫৫.৪৫ ([illegible])

সোনা ও রুপোর দর

[illegible]

ধনতেরাস উপলক্ষে ... ২০% [illegible]

স্পেকট্রাম বিধি সরল করতে

৫ নভেম্বর: চুক্তি স্পেকট্রামের মাধ্যমে যে-কোনও প্রযুক্তির টেলিকম পরিষেবা দিতে নির্দেশিকা জারি করল কেন্দ্রীয় টেলিকম দফতর (ডট)। এটি কার্যকর হলে টেলিকম সংস্থাগুলি ফোরজি-সহ বিভিন্ন আধুনিক প্রযুক্তির পরিষেবা একই রেডিও-তরঙ্গে ব্যবহার করে দিতে পারবে।

এত দিন এর জন্য ডটের স্থির করা ফি নিয়ে কেন্দ্র ও সংস্থাগুলির বিতর্কের জেরে বিষয়টি থমকে ছিল। এ নিয়ে মামলাও চলছে। নির্দেশিকা বলছে, ৮০০ ও ১৮০০ মেগাহার্ৎজ ব্যান্ডে যে-সব সংস্থার হাতে চুক্তি স্পেকট্রাম রয়েছে, তারা চাইলে পরিষেবা অঞ্চলের মধ্যে অন্য প্রযুক্তির পরিষেবাও দিতে পারবে। তবে তা করতে হবে লাইসেন্সের বৈধ মেয়াদের মধ্যে। —সংবাদ সংস্থা

সোনা সঞ্চয় প্রকল্প চালু

নিজস্ব প্রতিবেদন: ঘোষণা আগেই ছিল। সেই অনুযায়ী দীপাবলি ও ধনতেরাসের ঠিক মুখে সোনা জমা ও কেনার তিন প্রকল্প বৃহস্পতিবার চালু করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। কেউ কেউ মনে করছেন, ভারতীয় অর্থনীতির মাইলফলক হতে পারে এই তিন প্রকল্প। মোদীর দাবি, 'সোনায় সোহাগা'। কিন্তু অনেকে আবার সংশয়ী তাদের সাফল্য নিয়ে। এক নজরে সেই তিন—

সোনা জমা প্রকল্প

নাম: গোল্ড মনিটাইজেশন স্কিম

সারকথা: বাড়িতে বা প্রতিষ্ঠানে (যেমন, মন্দির) 'অলস ভাবে' পড়ে থাকা সোনা জমা রাখা যাবে ব্যাঙ্কে। তার বদলে পাওয়া যাবে সুদ। সোনার দর বাড়লে, মেয়াদ শেষে মিলবে তার সুবিধাও।

কী রাখা যাবে জমা?: গয়না, বার বা-ই থাকুক, ব্যাঙ্ক জমা নেবে শুধু খাঁটি সোনাটুকু। তাই প্রথমে কেন্দ্রের লাইসেন্স প্রাপ্ত হলমার্ক কেন্দ্রে সোনা গলাতে হবে। বাদ যাবে খাদ।

সোনা খাঁটি কিনা দেখতে হবে ভারতীয় মানক ব্যুরোর মাপকাঠি মেনে। খাঁটি কি না, সেই শংসাপত্র দেবে হলমার্ক কেন্দ্রগুলি। ব্যাঙ্কের কাছে সোনা জমার সার্টিফিকেটও পাওয়া যাবে তার ভিত্তিতে। খাঁটি সোনার মাপের ভিত্তিতেই ঠিক হবে, কত টাকার সোনা জমা করলেন গ্রাহক।

ন্যূনতম জমা: অন্তত ৩০ গ্রাম।

মেয়াদ কত?: তিন রকম। ১-৩ বছর, ৫-৭ বছর, ১২-১৫ বছর

সুদ ও সুবিধা: মেয়াদ শেষে ২.২৫% পর্যন্ত সুদ মিলবে। তাছাড়াও সময়ে সোনার দাম যেমন থাকবে, সেই অনুপাতে সোনা বা টাকা পাবেন গ্রাহক।

তবে মেয়াদ পূর্তির পরে সোনা বা টাকার মধ্যে কোনটি হাতে চান, তা প্রকল্পের শুরুতে সোনা জমা দেওয়ার সময়েই জানাতে হবে গ্রাহককে।

করছাড়: মূলধনী লাভ কর, সম্পদ কর এবং আয়করে ছাড় মিলবে।

অর্থনীতির লাভ: জমা পড়া সোনা নিলাম করতে পারবে ব্যাঙ্ক। ধার দিতে পারবে সোনা ব্যবসায়ীদের। কেন্দ্রের দাবি, এর ফলে ব্যাঙ্কের হাতে মজুত বাড়বে, পাশাপাশি সোনা আমদানি কমবে। রাশ টানা সম্ভব হবে রাজকোষ ও চলতি খাতে বৈদেশিক মুদ্রা লেনদেনের ঘাটতিতে।

বাড়ি আর বিভিন্ন মন্দিরে অব্যবহৃত পড়ে রয়েছে অন্তত ২০ হাজার টন সোনা। তার একটা বড় অংশ অর্থনীতির মূল স্রোতে আসবে বলে কেন্দ্রের আশা।

সংশয় কোথায়: পারিবারিক গয়না গলাতে রাজি হবেন ক'জন? তাছাড়া [illegible] গয়না থেকে খাঁটি সোনা করতে গেলে বাদ যাবে ২০-২৫%। সেই 'ক্ষতি' মানতে তৈরি ক'জন?

৫০ হাজার টাকার বেশি সোনা জমা করতে প্যান কার্ড, কেওয়াইসি চাইবে ব্যাঙ্ক। অনেকের আশঙ্কা, পরে আয়কর দফতরের হয়রানির শিকার হতে হবে না তো। তাই জমা করতে রাজি নন অনেকে।

এত দিন শুধু ব্যাঙ্ক সোনা জমা প্রকল্পের যে সুদ দেওয়া হত, সুদের (১%) তুলনায় এ হার তা বেশি। কিন্তু সেই হারও যথেষ্ট নয়।

সত্যিই সোনায় সোহাগা?

খুদের হাতে গোল্ড বন্ড। প্রকল্প সূচনায় মোদী। —পিটিআই

স্বর্ণ ঋণপত্র

নাম: গোল্ড বন্ড

সারকথা: সরাসরি না-কিনে, এ ক্ষেত্রে যত গ্রাম সোনা কিনতে চান, তত গ্রামের ঋণপত্র কিনুন।

কেউ হয়তো ১০ গ্রাম সোনা কিনতে চান। কিন্তু এ ক্ষেত্রে আসল সোনা না-কিনে ১০ গ্রাম সোনার দাম অনুযায়ী বন্ড কিনতে পারবেন তিনি। তবে এই প্রকল্প শুধুমাত্র ভারতীয় নাগরিক এবং সংস্থার জন্য।

কী ভাবে কেনা: বন্ড বিক্রি হবে ব্যাঙ্ক ও ডাকঘরে।

কিনতে হবে অন্তত ২ গ্রাম সোনা। তবে সর্বোচ্চ সীমা ৫০০ গ্রাম।

মেয়াদ কত: আট বছর। তবে ৫ বছর পর থেকেই তা ভাঙানো যাবে।

সুদ ও সুবিধা: সুদ বছরে ২.৭৫%।

এই ঋণপত্র এক্সচেঞ্জে লেনদেন হবে। রাখা যাবে ডিম্যাটে। ফলে ভাঙানোর সময়ে ঋণপত্রের দাম বাড়লে, সেই লাভ বাড়তি।

দর কেনা ও বেচা— দু'ক্ষেত্রেই আগের সপ্তাহের সোম থেকে শুক্র, এই পাঁচ দিনের গড় সোনার দরের ভিত্তিতে দাম ঠিক হবে। এ ক্ষেত্রে ধরা হবে ইন্ডিয়ান বুলিয়ন অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের ঘোষিত দাম।

সোনা কিনে বাড়িতে রাখার ঝুঁকি বা লকারের ভাড়ার খরচ এখানে নেই।

করছাড়: গোল্ড বন্ডে পাওয়া সুদ করযোগ্য। তবে ভাঙানোর সময়ে সোনার দাম বাড়লে, দিতে হবে মূলধনী লাভ করও।

অর্থনীতির লাভ: কেন্দ্রের দাবি, এতে ধাতু-সোনার চাহিদা কমবে। ফলে রাশ টানা যাবে তার আমদানিতেও। শক্তিশালী হবে দেশের অর্থনীতি।

সংশয় কোথায়: অনেকের প্রশ্ন, এই ২.৭৫% সুদ আকর্ষণীয় হবে কতটা? যেখানে ব্যাঙ্কের মেয়াদি জমায় সুদ ৮%।

সোনার মুদ্রা

নাম: গোল্ড কয়েন

সারকথা: ভারতের প্রথম সোনার কয়েন।

এক পিঠে অশোক চক্র। অন্য পিঠে মহাত্মা গাঁধীর ছবি।

প্রথমে মিলবে ৫ ও ১০ গ্রামের মুদ্রা, এমএমটিসি-র মাধ্যমে।